তারিখ 11 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

বরিশালে প্রাথমিক শিক্ষা সামগ্রী কেনার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি ॥ অভিযুক্তরা বহাল তবিয়তে

॥ সিটন বাশার ও সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

বরিশালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরণ কেনার নামে প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের যোগসাজশে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার দুইমাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাজার যাচাই করে টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অনুকূলে ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ টাকা পাওয়ার পর কোন প্রকার বাজার যাচাই ছাড়াই শিক্ষা অফিসের নির্দেশে নগরীর একটি নির্দিষ্ট দোকান থেকে নিম্নমানের শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ভাউচার দাখিল করেন। কিন্তু ঐ ভাউচারের সাথে বাজার মূল্যের কোন মিল নেই। শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকরা টাকা ভাগাভাগি করে নেন বলে অভিযোগ ওঠে। একটি জ্যামিতি বক্সের বাজারে মূল্য সর্বোচ্চ ৭০ টাকা। কিন্তু শিক্ষকরা ভাউচার দাখিল করেন ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা করে। একটি ফাষ্ট এইড বক্সের মূল্য দেখানো হয়েছে ৬০০ থেকে সাড়ে ৬০০ টাকা। দুইটি ফুটবলের মূল্য দেখানো হয়েছে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা। ৮০ থেকে ১০০ টাকার জেলার মানচিত্র দেখানো হয়েছে সাড়ে ৩'শ টাকা করে। এ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ লিখিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়। এরপর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ওয়ালিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে ঐ পত্রে বাজার (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বরিশালে প্রাথমিক

(১৬শ পৃঃ পর)

যাচাই করে টেকসই ও উন্নতমানের শিক্ষা সামগ্রী কেনার নির্দেশ দেয়া হয় প্রধান শিক্ষকদের। এক্ষেত্রে মালামালের পরিমাণ ও গুণগত মান বরাদ্দকৃত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখারও নির্দেশ দেয়া হয়। এ বিষয়ে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কিংবা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয় ঐ চিঠিতে। এদিকে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতি সম্পর্কে একটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকেও শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের চিঠি দেয়া হয়। বেশ কয়েকজন ইউএনও বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের ভাউচার দেখে হতবাক হন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন ইউএনও ইত্তেফাককে জানান, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় ভাউচার সর্বস্ব।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল জেলায় মোট ৯৫৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সে হিসাবে বরিশালে শিক্ষা সামগ্রী কেনা বাবদ বরাদ্দ হয়েছে ৯ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। এর অর্ধেক টাকাই ভাগাভাগি হয়ে গেছে। নাম প্রকাশ না করা শর্তে নগরীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাধিক প্রধান শিক্ষক জানান, শিক্ষা অফিসের প্রধান সহকারীর নির্দেশে তারা হাসপাতাল রোডের মেহেদী কমপ্লেক্সের আরএন সাপ্লাইয়ার্সের কাছ থেকে কো ধরনের যাচাই ছাড়াই শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করেন। ক্রয়কৃত সামগ্রীর মূল্য বাবদ ৭ হাজার টা পরিশোধ করলেও শিক্ষা অফিসের নির্দেশে ১০ হাজার টাকার ভাউচার তৈরি করে জমা দেন। ধরনের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে প্রধান শিক্ষকদের একাধিক বৈঠকে তা উত্থাপন করা হ শিক্ষা অফিস থেকে প্রধান শিক্ষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে পরবর্তীতে শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা নিরূপণে সদর উপজে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কৃষি প্রকৌশলী ও সহকারী কমিশনারের (ভূমি) সমন্বয়ে তদন্ত কমি গঠন করা হয়। ঐ তদন্ত কমিটি মে মাসে তাদের তদন্ত কাজ শুরু করেন। তারা নগরীর পুরানপাড় নব আদর্শ বালিকা ও বালক, আলেকান্দা ও সিরাজিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তদন্ত ক ঘটনার সত্যতা পান। ১ জুলাই তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন ইউএনও'র নিকট জমা দিলেও ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সদর উপজেলার ইউএনও লস্কর তাজুল ইসলাম তদ প্রতিবেদন হাতে পাননি বলে জানান। এক পর্যায়ে তিনি তদন্ত প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ ক জানান, যে শিক্ষা কর্মকর্তাকে দোষারোপ করা হয়েছে তার জানা মতে তিনি ন্যায়-নিষ্ঠাবান লোক